কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠনের ২০২৩ সনের ৪২ নং আইনের (বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর সংশোধন কল্পে প্রণীত আইন) অধীনে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত।

মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

Money Changers' Association of Bangladesh

এর

সংঘ স্মারক

(ক)	এই কোম্পানীর নাম হইবেঃ মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এই এসোসিয়েশনের নাম হইবেঃ মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।	
(খ)	১.	এই সমিতির রেজিষ্টার্ড কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত থাকিবে। বর্তমানে উহার কার্যালয়ঃ ৬২/১, পুরানা পল্টন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ উহার কার্যালয়ঃ স্যুট নং-৭/বি, ৫৫, আজাদ সেন্টার, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
	২.	প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের পরিধিঃ বাংলাদেশ ব্যাপী।
(গ)	নিম্নলিখিত উপ-দফায় উল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলী সামগ্রিক বা যে কোনো একটির বাস্তবায়নের জন্য সমিতি গঠন করা হইল। (নিম্নে বর্ণিত সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পূর্বে সরকার/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের/ উপযুক্ত পক্ষের অনুমতি গ্রহণের পর সমিতির কার্যক্রম আরম্ভ হইবে)।	
	১.	বাংলাদেশের মানি চেঞ্জার ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী সমিতি গঠন করিয়া তাদের স্বার্থে এবং দক্ষ প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিয়া দেশের অর্থনীতিতে এবং জাতীয় উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।
	২.	বাংলাদেশের ভিতরে মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীদের মাঝে সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ব ও সুদৃঢ় বন্ধন গড়িয়া তোলা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সমস্যাদি তুলিয়া ধরা এবং যে সকল বিষয়ে সমিতির সদস্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করিতে পারে সেই সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
	৩.	এই সমিতির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ীগণের সকল স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসা সম্প্রসারণসহ দেশের আভ্যন্তরীণ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি সহ দেশীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষে সচেষ্ট থাকিবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এই সমিতির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ীগণের সকল স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসা সম্প্রসারণসহ দেশের আভ্যন্তরীণ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি সহ বাংলাদেশী মুদ্রা অর্থাৎ টাকার মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকিবে।
	৪.	সমিতির সকল সদস্যগণকে ব্যবসা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সকল নির্দেশাবলী মানিয়া চলা এবং যথাসময়ে অবহিত করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ সমিতির সকল সদস্যবৃন্দকে ব্যবসা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর সমূহ হইতে সময় সময় জারীকৃত সকল নির্দেশাবলী মানিয়া চলা এবং যথাসময়ে সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা।
	৫.	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কারী প্রতিষ্ঠান গুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং তাহাদের যে কোন সমস্যা সমাধান করা অত্র এসোসিয়েশনের নৈতিক দায়িত্ব।
	৬.	মানি এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর ব্যবসায়ী গণের সমগ্রিক উন্নতি কল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগীতা রক্ষা করা অথবা কাজে উন্নয়নের দক্ষতা বজায় রাখতে উপায় অবলম্বন করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর ব্যবসায়ীবৃন্দের মানি চেঞ্জিং ব্যবসার সমগ্রিক উন্নতি কল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সদস্যবৃন্দের ব্যবসার সময়োপযোগী মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা।
	৭.	মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যাদি, তাহাদের মতামত এবং প্রভাবাদি বাংলাদেশ প্রবাসী মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, সরকারী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানে তাহাদের মতামত গ্রহণ পূর্বক বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।
	৮.	এই সমিতি বাংলাদেশ ব্যাংক এর লাইসেন্সধারী সকল মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস চালাবে

		এবং প্রত্যেক মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সদস্য করবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ অত্র এসোসিয়েশন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স অধিকারী সকল বৈধ মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ করিবার প্রয়াস চালাইবে এবং প্রত্যেক বৈধ মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে সদস্য করিবে।
	৯.	সমিতির সদস্যদের মধ্যে যদি কোন বানিজ্যিক স্বার্থ বা লেন-দেনের কারণে বিরোধ দেখা দেয় এবং সদস্যরা বিরোধ নিস্পত্তির জন্য যদি এই সমিতির নিকট আবেদন জানায়, তবে এই সমিতি সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার (সালিসীর) মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি করতে সাহায্য করা। প্রস্তাবিত সংযোজনঃ (ক) অত্র এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে যদি কোন বানিজ্যিক স্বার্থ বা লেন-দেনের কারণে বিরোধ দেখা দেয় এবং সদস্যরা বিরোধ নিস্পত্তির জন্য যদি এই সমিতির নিকট আবেদন জানায়, তবে এই সমিতি সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার (সালিসীর) মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি করিতে সাহায্য করা। (খ) সালিসী বোর্ড সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সংযোজনীঃ বাণিজ্য সংগঠন (সালিসী ট্রাইব্যুনাল) বিধিমালা, ১৯৮১/এস.আর.ও. নং ৩৮৮-আইন/৮১-১৯৬১ সালের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশের (১৯৬১ সালের ৪৫ নং অধ্যাদেশের) ১২ ধারার সাথে পঠিত এর ২৩ ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিতে মনস্থ করেন, যথা: ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম। -এই বিধিমালা বাণিজ্য সংগঠন (সালিসী ট্রাইব্যুনাল) বিধিমালা, ১৯৮১ নামে অভিহিত হইবে। ২। সংজ্ঞার্থ। -এই বিধিমালায়, যদি বিষয়ে বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকে তবে, (ক) "চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান; (খ) "ফেডারেশন" অর্থ লাইসেন্সের অনুসরণে আইনের অধীনে নিবন্ধিত বাংলাদেশ সওদাগরি ও শিল্প সভার ফেডারেশন; (গ) "অধ্যাদেশ" অর্থ বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৪৫ নং অধ্যাদেশ); এবং (ঘ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ৩ বিধির (১) উপবিধির অধীনে স্থাপিত সালিসী ট্রাইব্যুনাল। ৩। ট্রাইব্যুনাল স্থাপন, গঠন ইত্যাদি। (১) কোন বাণিজ্য সংগঠনের কিংবা তার নির্বাহী কমিটি বা অন্য সংঘের কোন কার্য বা প্রসিডিং, কিংবা উক্ত কমিটি বা সংঘের স্থাপন বা নির্বাচন বা নিয়োগ দানের বৈধতা বা শুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কোন সদস্য দ্বারা বা অন্য কোন বাণিজ্য সংগঠন দ্বারা বা একই সংগঠনের কোন সদস্য দ্বারা প্রেরিত কোন 'রেফারেন্স' পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ফেডারেশন/অত্র এসোসিয়েশন একটি সালিসী ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করবে যা তৎকর্তৃক নিযুক্তব্য তিনের কম নয় ও পাঁচের অধিক নয় এমন সংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে। (২) অত্র এসোসিয়েশন ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের একজনকে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিয়োগ করবে। এসোসিয়েশনের মহাসচিব ট্রাইব্যুনালের সচিব হিসেবে কাজ করবে। (৩) ট্রাইব্যুনালের মেয়াদ এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির মেয়াদের সমান হইবে, এবং যদি কোন সময় এসোসিয়েশনের কোন নির্বাহী কমিটি না থাকে তাহা হইলে ট্রাইব্যুনালের মেয়াদ সরকার যেইরূপ নির্ধারণ করতে পারে সেইরূপ হইবে। (৪) যদি ট্রাইব্যুনালের কোন সদস্য মারা যান কিংবা ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে কাজ করতে অবহেলা করেন বা অস্বীকার করেন বা কোন কারণে অক্ষম হন, তাহা হইলে এসোসিয়েশন তাহার স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে এবং অনুরূপভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে সদস্যের স্থলে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সদস্যের পদের কার্যকালের মেয়াদের অতিক্রান্ত সময়সীমার জন্য ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন। ৪। ট্রাইব্যুনাল সমীপে আবেদনপত্র। (১) কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কিংবা তার নির্বাহী কমিটি বা অন্য সংঘের কোন কার্য বা প্রসিডিং, কিংবা উক্ত কমিটি বা সংঘের প্রতিষ্ঠা বা নির্বাচন বা নিয়োগদানের বৈধতা বা শুদ্ধতা সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন 'রেফার' করে অধ্যাদেশের ১২ ধারার অধীন আবেদনপত্র ট্রাইব্যুনালের সচিবের নিকট পেশ করা হইবে এবং ট্রাইব্যুনালের সচিবের অনুকূলে 'পে-অর্ডার' বা 'ব্যাংক ড্রাফট' মূলে প্রদেয় নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার ফি দিতে হইবে। (২) উপবিধি (১) এর অধীনে প্রণীত আবেদনপত্র সালিসী আবশ্যককারী বিরোধের দিকগুলো নির্দিষ্ট করে আবেদনকারী কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হইবে এবং আবেদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা ধারণ করবে। (৩) উপবিধি (১) এর অধীন প্রণীত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের সচিব চেয়ারম্যানের অনুমোদনপূর্বক আবেদনপত্র প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের সভা আহ্বান করবে এবং আবেদনপত্র প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে ইস্যুকৃত লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদনকারী, উত্তরদাতা ও সালিসীর সাথে সংযুক্ত যাদের উপস্থিতি প্রয়োজন হইতে পারে এমন অন্য যে কোন ব্যক্তিকে সভায় যোগদানের নির্দেশ দিতে পারিবে। (৪) বিশেষ বাহকের মাধ্যমে বা নিবন্ধিত ডাকের মাধ্যমে ইস্যুকৃত (৩) উপবিধির অধীন বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে ইস্যু করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

		৫। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসৃতব্য কার্যপ্রণালী। (১) ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারী, উত্তরদাতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে ট্রাইব্যুনালের সভার স্থান ও সময় সম্পর্কে এবং তাহা সেইরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিতে পারে রেফারেন্সের পক্ষগণ ও তাহাদের আইনজীবীদের উপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত সেইরূপ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত করিবে।ট্রাইব্যুনাল তাহা সেইরূপ উপযুক্ত মনে করে রেফারেন্সের পক্ষগণের প্রতি সেইরূপ অনুদেশমালাও সময় সময় ইস্যু করিতে পারে। (২) রেফারেন্সের পক্ষগণ হয় ব্যক্তিগতভাবে নতুবা তাহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত এজেন্টদের মাধ্যমে নতুবা তাহাদের আইনজীবীদের মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারেন এবং তাহাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে তাহারা সেইরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে কামনা করেন যা ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বা রোয়েদাদ প্রদান করবার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ স্বাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারেন। (৩) রেফারেন্সের পক্ষগণ বিরোধিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে শপথ বা সত্যাপন ঘোষণা পূর্বক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সেইরূপ নির্দেশিত বা চাওয়া হইতে পারে তাহাদের দখল বা ক্ষমতাধীন সেইরূপ সকল বহিপত্র, কাগজপত্র ও অন্যান্য দলিলপত্র ও রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করিবেন এবং রেফারেন্সের উপর প্রসিডিংকালে যাহা করিবার জন্য নির্দেশিত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য সকল বিষয়াদি করিবেন। (৪) ট্রাইব্যুনাল প্রসিডিং সমূহের একটি রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং রেকর্ডসমূহ হুবহু আক্ষরিক রেকর্ড হওয়ার প্রয়োজন নাই। (৫) রেফারেন্সের প্রতিটি পক্ষ ট্রাইব্যুনালকে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বা রোয়েদাদ প্রদান করিতে সক্ষম করিবার জন্য যেইরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেইরূপ সকল কার্য করিবেন এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে (এমন) কোন কার্য বা জিনিস করিবেন না বা করাইবেন না বা করিতে দিবেন না যাহা রেফারেন্সের উপর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বা রোয়েদাদ প্রদান করিতে নিবৃত্ত করিতে পারে কিংবা অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা অনুরূপ রোয়েদাদ প্রদান বিলম্বিত করিতে পারে। (৬) ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ স্বাক্ষর করিবেন এবং রেফারেন্সের পক্ষগণকে তৎমর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন। ট্রাইব্যুনাল রেফারেন্সের প্রত্যেক পক্ষকে সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদের অনুলিপি চাহিবামাত্র সরবরাহ করিবে। অবিকল নকল সরবরাহের জন্য আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত ফি গ্রহণ পূর্বক তা সরবরাহ করিতে হইবে। ৬। রেফারেন্সের নিষ্পত্তি, ইত্যাদি। (১) সালিসীর জন্য রেফারেন্স প্রেরণ করে ৪ বিধির (১) উপবিধির অধীন আবেদনপত্র উক্ত রেফারেন্সের সালিসীর সংযোগে অনুষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের প্রথম সভার তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে। (২) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ এর উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উপনীত বা প্রদত্ত হইবে।
	১০.	এই সমিতির সদস্যদের অধিকার বা দাবি রক্ষা বা সমর্থন করা এবং তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা আদায় করা এবং সমিতি বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানর মাঝে সাহায্য সহযোগীতা ও সৌহার্দের মনোভাব গড়িয়া তোলা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ অত্র এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দের অধিকার বা দাবী রক্ষা বা সমর্থন করা এবং তাহাদের মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসার উন্নয়নে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈধ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মাঝে সাহায্য সহযোগিতা ও সৌহার্দের মনোভাব গড়িয়া তোলা।
	১১.	এই সমিতির উল্লিখিত সকল উদ্দেশ্য অথবা যে কোন একটি উদ্দেশ্যের জন্য সদস্য চাঁদা, দান, অনুদান অথবা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ তহবিল এবং সম্পত্তি গ্রহণ বা সংগ্রহ করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ অত্র এসোসিয়েশনের উল্লিখিত সকল উদ্দেশ্য অথবা যে কোন একটি উদ্দেশ্যের জন্য সদস্য চাঁদা, দান, অনুদান অথবা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ তহবিল ও সম্পত্তি গ্রহণ বা সংগ্রহ এবং নিজস্ব অফিস স্থল নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ এবং পরিপালনে আর্থিক ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করা।
	১২.	এই সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বা উন্নতি সাধনে উহার অর্থ তহবিল বা সম্পত্তি ব্যবহার করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ অত্র এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বা উন্নতি সাধনে উহার অর্থ তহবিল সংগ্রহ করা বা সম্পত্তি ব্যবহার করা।
	১৩.	এই সমিতি সভার স্থান হিসাবে অথবা অফিস হিসাবে অথবা সমিতির স্বার্থে ব্যবহারের জন্য দালান, গৃহ, এপার্টমেন্ট অথবা ইহার অংশ বিশেষ ক্রয়/বিক্রয়, পরিবর্তন-পরিবর্ধন, হস্তান্তর, বন্ধক, ঋণ গ্রহণ, ভাড়া বা ইজারায় নিতে পারিবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (ক) সভাপতির অনুমোদন ক্রমে এবং মহাসচিবের আহ্বানে নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি প্রতি ইংরজী মাসের শেষ শনিবার এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে কার্যকরী কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠান করিবেন। কোনো বিশেষ জরুরী

		কারণে সভাটি অনুষ্ঠান করা না গেলে সভাটি মূলতবী বিবেচিত হবে এবং পরবর্তী মাসিক সভায় তা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। কোনো ক্রমেই পর পর দুইটি মাসিক সভা মূলতবী করা যাইবে না। (খ) অত্র এসোসিয়েশনের সভার স্থান হিসাবে অথবা অফিস হিসাবে অথবা এসোসিয়েশনের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য দালান, গৃহ, এপার্টমেন্ট অথবা ইহার অংশ বিশেষ ক্রয়-বিক্রয়, পরিবর্তন-পরিবর্ধন, হস্তান্তর, ভাড়া বা ইজারায় দিতে/নিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ সভা অথবা জরুরী সাধারণ সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। (গ) সাধারণ সভা অথবা জরুরী সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতীত কোন অবস্থাতেই কার্যকরী নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে কোন ক্রমেই এককালীন মাসিক অফিস পরিচালন ব্যয় সহ ১,৫০,০০০/- (দেড় লক্ষ) টাকার অধিক খরচ করিতে পারিবেন না।
	১৪.	জনগণের জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা, দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গড়িয়া তোলা।
	১৫.	প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ, নদীভাঙ্গা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ জন সাধারণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী, ঔষধ সংগ্রহ/বিতরণ করা ও সহযোগিতা করা এবং দূর্যোগ উত্তর পুণর্বাসনে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ, নদীভাঙ্গা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ জন সাধারণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী, ঔষধ সংগ্রহ/বিতরণ করা ও সহযোগিতা করা এবং দূর্যোগ উত্তর পুণর্বাসনে সাহায্য ও সহযোগিতা করা; তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন জমা খরচের রসিদ সহ হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ পূর্বক এসোসিয়েশনের প্রচলিত তফসিলী ব্যাংক একাউন্ট ব্যতীত "দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সহায়তা" বিষয়ক অন্য একটি একাউন্ট কার্য-নির্বাহী কমিটি পরিচালনা করিবেন।
	১৬.	উন্নয়ন কর্মকান্ড বিষয়ক গবেষণা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রযুক্তি, কম্পিউটার, আইটি, সফটওয়্যার সহ আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ আইটি, সফটওয়্যার বিষয়ক আধুনিকীকরণের নিমিত্তে ইতিমধ্যে এসোসিয়েশনের ওয়েব সাইট (www.mcabbd.com & accounts software) চালু করা হইয়াছে।
	১৭.	সমিতির উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, বুকলেট, হ্যান্ডনোট ও লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশনা ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, ম্যাগাজিন, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, বুকলেট, হ্যান্ডনোট ও লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশনা ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা।
	১৮.	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজের সদস্যপদ সহ অনুরূপ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভের প্রচেষ্টা চালানো।
	১৯.	ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প বিষয়ক ব্যবস্থাপক সভায় অথবা সরকারী বা বেসরকারী যে কোনো কমিটিতে এই সমিতি প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প বিষয়ক দেশে-বিদেশে আয়োজিত সভা সমূহে এবং সরকারী বা বেসরকারী যে কোনো কমিটিতে অত্র এসোসিয়েশনের কার্য-নির্বাহী কমিটি মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে।
	২০.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুয়িটি, গ্রুপ ইনসিওরেন্স অথবা অন্য কোন ধরণের তহবিল তাহাদের কল্যাণে গঠন করা।
(ঘ)	সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ সদস্যবৃন্দের দায়-দায়িত্ব গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত।	
(ঙ)	সমিতির আয় উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জমা করা যাইবে। উহার অংশ সদস্যদের মধ্যে ভাগ বা বোনাস আকার বন্টন করা যাবে না। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের আয় উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এসোসিয়েশনের প্রচলিত ব্যাংক একাউন্টে/ বিকাশ/নগদ মার্চেন্ট একাউন্টে জমা করা যাইবে। উহার অংশ সদস্যদের মধ্যে ভাগ বা বোনাস আকার বন্টন করা যাইবে না; তবে শর্ত থাকে যে, এসোসিয়েশনের সব রকম আয়-ব্যয় প্রচলিত ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সম্পাদিত হইবে।	
(চ)	সমিতির প্রত্যেক সদস্য এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি সদস্য থাকাকালীন সময়ে অথবা তাহার সদস্যপদ সমাপ্তির পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে সমিতি অবলুপ্ত হইলে, ইহার অবলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বা তাহার সদস্যপদ পূর্ব পর্যন্ত সমিতির যে সকল ঋণ ও দায় দায়ীত্ব থাকিবে তাহা পরিশোধের জন্য এবং সমিতি অবলুপ্তি ব্যয় এবং এতদসংক্রান্ত চার্জ পরিশোধের জন্য এবং প্রদায়ক গণের পারস্পারিক অধিকার সমন্বয় সাধনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে সেই অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অর্থ সমিতির পরিসম্পদ প্রদান করিতে প্রত্যেক সদস্য বাধ্য থাকিবে।	
(ছ)	(ঙ) নং অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক বানিজ্য মন্ত্রণালয় হইতে বানিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৩১ এবং ৩নং ধারা অনুযায়ী	

	টি.ও লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে।
(জ)	সমিতির সদস্যরা প্রয়োজন বোধে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ কোম্পানী আইন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সংঘ স্মারক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন করিতে পারিবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের কার্য-নির্বাহী কমিটি প্রয়োজন বোধে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ কোম্পানী আইন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সংঘ স্মারক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সংশোধন বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা জরুরী সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামত গ্রহণ পূর্বক সম্পাদন করিতে হইবে।
(ঝ)	অবসায়নঃ সমিতির তিন চতুর্থাংশ সদস্যদের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমিতির অবসায়ন ঘটিবে এবং সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর এক কপি কোম্পানী আইন ও পূর্বানুমোদনের জন্য ট্রেড অর্গানাইজেশনের অর্ডিন্যান্স দৃষ্টে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানীজ ও ফার্ম-এর নিকট দাখিল করিতে হইবে। অবসায়ন জনিত যাবতীয় খরচ বাদে অবশিষ্ট সম্পদ (যদি থাকে) অত্র সমিতির কল্যাণ তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ দায়িত্বরত: কার্য-নির্বাহী কমিটির উপর অনাস্থা আনয়নের বা অবসায়নের পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এসোসিয়েশনের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক আহ্বান কৃত জরুরী সাধারণ সভায় বিষয়টি উপস্থাপন পূর্বক উপস্থিত তিন চতুর্থাংশ(৩/৪) সদস্যের মতামতের প্রেক্ষিতে এসোসিয়েশনের অবসায়ন ঘটিবে; তবে শর্ত থাকে যে, একই সভায় নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ড গঠন পূর্বক পূর্ববর্তী কার্য-নির্বাহী কমিটি পরবর্তী নির্বাচিত কার্য-নির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করা পর্যন্ত শুধুমাত্র নিয়ম মাফিক কার্যাদি সম্পাদন পূর্বক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডকে পরবর্তী নির্বাচিত কার্য-নির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তরে সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবেন।

বিগত ০৩/০২/২০২৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে (২০২৪-২০২৬) বিজয়ী কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দের/বৃন্দার নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ইত্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হইল, যাহারা অত্র সংশোধিত সংঘ স্মারক -এ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

ক্রঃ নং	**দায়িত্বরত কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম**	**পদবী**	**স্বাক্ষর**
০১.	জনাব এম এস জামান জামান মানি চেঞ্জিং হাউস। ৬৭, দিলকুশা (নীচ তলা) বা/এ, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৭১১-৮৯৩০০১	সভাপতি	
০২.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম এম এস আলম মানি চেঞ্জার ২৬, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা মোবাইলঃ ০১৭১৪-১০৫৩৮১	সহ-সভাপতি	
০৩.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান বুশরা মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড দোকান নং-০৪, প্লট-২২, রব সুপার মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭১১-৫২৬১১৪	সহ-সভাপতি	MD. FAZLUR RAHMAN
০৪.	জনাব গৌতম দে মা-মনি মানি এক্সচেঞ্জ হাউজ লালদিঘীর পাড়, কালীঘাট, সিলেট। মোবাইলঃ ০১৮৪১-৯৭৫০৬৬	মহাসচিব	
০৫.	জনাব মোঃ নাজমুল করিম (বাবু) রামাদা মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড দোকান নং-১৯ (নিচ তলা), প্লট নং-৩৭, সেক্টর নং-০৩, উত্তরা মডেল টাউন, কমার্সিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২৩০। মোবাইলঃ ০১৭১২-৭১২৯২৭	যুগ্ম-মহাসচিব	
০৬.	জনাব কে এম মাকছুদুর রহমান নিবেদিতা মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ১২৯, ডি আই টি এক্সেটনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৭১৬-৬২৫৮৮৭	সাংগঠনিক সচিব	

টি.ও. লাইসেন্স নং-১৭/২০০৯

০৭.	জনাব মোঃ সবুজ মোল্যা আইডিয়াল মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ কে প্লাজা, প্লট নং-১, দোকান নং-১০৩/১০৪ (নিচ তলা), রোড নং-১/বি, বাসা নং-০১, সেক্টর নং-০৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। মোবাইলঃ ০১৭১৩-৯২০৬১৬	কোষাধ্যক্ষ	
০৮.	জনাব মোঃ ছলিম উল্লাহ এ এস এন মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড দোকান নং ২২/এ, ল্যান্ডভিউ শপিং সেন্টার, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। মোবাইলঃ ০১৭১৪-২০০০৪২	সদস্য	
০৯.	বি এম ইমরান আলী (বাঁধন) মার্স মানি এক্সচেঞ্জ ১২-১৪, ল্যান্ডমার্ক শপিং সেন্টার, দোকান নং-১৫ (নিচ তলা), গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। মোবাইলঃ ০১৭১১-৩৪৭৬৮০	সদস্য	
১০.	জনাব শফিকুল ইসলাম ইয়র্ক মানি এক্সচেঞ্জ লিঃ ১১৫-১২০, আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭১৪-৪৫৪৮৮৫	সদস্য	
১১.	জনাব শিকদার নাজমুল হাসান মৃদুলা মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড প্লট নং-৪৩, আমির কমপ্লেক্স (নিচ তলা) দোকান নং-১৩,সেক্টর নং-০৩, উত্তরা-১২৩০। মোবাইলঃ ০১৯১১-০৮৯২৪৭	সদস্য	
১২.	জনাব মোঃ ইদ্রিছ মিয়া আমিন মানি চেঞ্জার ৪৫, দিলকুশা, জামান কোর্ট বিল্ডিং, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৭৫৪-১৫২০৭৮	সদস্য	
১৩.	সুলতানা বেগম এম এস মানি চেঞ্জার সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, ঘোড়া মারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫৪-১৪৮৪১২	সদস্য	
১৪.	জনাব উত্তম দাশ গুপ্তা মেগা সিটি মানি চেঞ্জার্স লিঃ ৭৬, আগ্রাবাদ বা/এ, কে.এম, টাওয়ার (নিচ তলা), চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৭১১-৭৯৮০৯২	সদস্য	
১৫.	জনাব মোঃ হাসিকুল ইসলাম স্টার মানি চেঞ্জার রাজলক্ষী কমপ্লেক্স (নিচ তলা), দোকান নং-০৩, প্লট নং-২৫, রোড নং-০৭, বা/এ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। মোবাইলঃ ০১৯১২-২৩৪৮০১	সদস্য	